যুগান্তর
তারিখ 12 FEB 2007 পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ ১২৭৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট। ৩৯২ সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০ (ন্যাম গার্ডেনের পিছনে) যোগাযোগঃ নোভা প্রপার্টিজ # ৮১৪২৫১৩, ০১৭১১-৬৩১০৭১। সি-৩২১০

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ উত্তরা ৭নং সেক্টরে ১৬১১ বর্গফুট, ১০নং সেক্টরে ১০৯৫ বর্গফুটের আধুনিক রেডী এ্যাপার্টমেন্ট বিদেশী ফিটিংসহ বিক্রয়। মার্জ ইঞ্জিনিয়ার- ৯৮৯৪৬২০, ৮৮১৩৮৯৮, ০১৭১১৬৭৩৯৯২। সি-৩২১৩

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ মোহাম্মদপুর শিয়া মসজিদ সংলগ্ন স্বর্ণকুঞ্জ প্রকল্পে ৭৫০, ৭৬৪, ৯৫৩, ১১০৫, ১২২০ পাছপথে ১১৫০ বর্গফুট কিস্তিতে. বিক্রয়। সাতবাড়ী কনস্ট্রাকশন লিঃ- ৮১৪১৪৯৩, ৯১২৮৩৯৯, ০১৫২-৩১৩৪৯৩, ০১৫৪-৩৫৩০৯২। সি-৩২১৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ আকর্ষণীয় লোকেশনে উত্তরা ৫নং সেক্টরে ১৭৫২ বর্গফুট থেকে ১১১০ বর্গফুটের এবং মোহাম্মদপুর বাবর রোডে ১৩/১১, ব্লক-বি, ১২৬৫ ও ১০০৫ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ করুনঃ ৯৩৪৭৮৭১, ৯৩৩৬৬৬৮, ৯৩৫০১১২, ০১৫২-৩০২২৭২, ০১৮১৯-৮৭৫৭১২, ০১৮১৬৯১৮৬৮৮, ০১১৯৯-১৫৮৮৩৮। সি-৩২১৯

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ মালিবাগ চৌধুরীপাড়ায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে ৬০ ফুট রোডের সাথে দক্ষিণমুখী প্লটের উপর ৯৫০ ও ৯৩০ বর্গফুটের অত্যাধুনিক ফ্ল্যাট সহজ কিস্তিতে বিক্রয়। ৯৮৮৩১৫৯, ৯৮৮৮০৪২, ০১৭১৩৩৭৭৮৮১, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৪, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৫, ০১৭১৩৩৭৭৮৮৬। সি-৩২২১

ফ্ল্যাট বিক্রয়ঃ মোহাম্মদপুর ১০/৪, ইকবাল রোডে ১৪৭০, ১৬৭৫ ও ১৭২৫ বর্গফুট, উত্তরা ৭নং সেক্টরে মাসকট প্লাজার পিছনে ৩৪নং রোডের কর্নার প্লটে ১৮৫০ বর্গফুট এবং লেক ড্রাইভ রোডে ২৩০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মেঘনা রিয়েল এস্টেট লিঃ- ৮১৪২৭৮৪, ৮১৪২৫০৪, ৯১২৭৩৭৭, ০১৯১৫৬৩৫৩২৮, ০১৭১১১৯১৭৯৩। সি-৩২২৪

এপার্টমেন্ট বিক্রয়ঃ ১০০% রেডি/ নির্মাণাধীন (২০ প্রজেক্ট) শ্যামলী, বায়তুল আমান, মোহাম্মদপুর, বনশ্রী, বসুন্ধরা, উত্তরায় ২/৩ বেডের ৭৫০-৩০০০ বঃফুঃ। সিলিকন প্রপার্টিজ- ৯১৪১০৯৯, ৯১২৫৯৩২, ৯১১২২৮৯, ০১৭১৮-০৯৬৩৮১, ০১৭১২-৯২৭৩৯৯। সি-৩২১২

টিউটর দিচ্ছি

টিউটর দিচ্ছিঃ হলাষ্টিকা, আগাখান, মানারাত, ম্যাপেললীফ, ভিকারুন্নেছা, অগ্রণী, মাইলস্টোন, প্রিপারেটরী, সব স্কুল-কলেজ, অভিজ্ঞ, টিউটর দিচ্ছি। সাইমেক্স- ৮৩২২৪৯৪, ৮৩৫৩০২৯, ০১৫২৩৫৮৮২১। সি-৩১৭৬

টিউটর দিচ্ছিঃ স্কলাষ্টিকা, ভিকারুন্নেছা, আগাখান, মানারাত, ম্যাপেললীফ, সানভীম, অগ্রণী, মাইলস্টোন, প্রিপারেটরী, সব স্কুল /কলেজ, অভিজ্ঞ টিউটর। সাইমেক্স- ৮৩২২৪৯৪, ৮৩৫৩০২৯, ০১৫২৩৫৮৮২১। সি-৩১৭৮

ভাড়া

উচ্চ শিক্ষার সমস্যা ও সমাধান

...কাল থেকে সব দেশে সব সমাজে শিক্ষকদের একটি অতি বিশিষ্ট, অতি ... এখনো আছে। একই সাথে তাদের কাছ থেকে একটা প্রত্যাশা ছিল এবং ... চরিত্রগুণে, নিষ্ঠায়, সততায় সমাজের অন্য যেকোন অংশ থেকে উন্নত ... সকলের জন্য আদর্শ হবেন। আর এই মাপকাঠিতে যদি কেউ বিচারের ... না চান, তার পক্ষে শিক্ষকতায় আশাই ভুল।

ফেলতে পারে। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তৈরী হচ্ছে ভবিষ্যতের শিক্ষক শুধু নয়, দেশের অন্য সকল ক্ষেত্রের ভবিষ্যতের কর্ণধারগণ।

শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, প্রায় সর্ব পর্যায়ের বেশ কিছু শিক্ষকের কাছ থেকে একটা কথা প্রায়ই শোনা যায়- 'শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয়, সারা সমাজেরই অংশ। সারাদেশ যেমন চলছে, আমরাও সেভাবেই চলছি। আমলারা কি অহরহ কর্তব্যে অবহেলা করছে না? বছরের পর বছর ফাইল আটকে রেখে মানুষকে কষ্ট দিচ্ছে না? ব্যবসায়ীরা কি ভেজাল দিয়ে বা ব্যাংক লুট করে বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হচ্ছে না। রাজনীতিবিদদের কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু দলাদলি, কোন্দল, স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি কোন পেশা বা কর্মক্ষেত্রে নেই? শিক্ষকরা এর ব্যতিক্রম হবে, এ প্রত্যাশা কি সঙ্গত? তবু যথাযথ সম্মান দেখিয়ে সব সময় এই যুক্তিটার বিরোধিতা করেছি। মানব সভ্যতার আদিকাল থেকে সর্ব দেশে সর্ব সমাজে শিক্ষকদের একটি অতি বিশিষ্ট, অতি সম্মানের আসন ছিল, এখনো আছে। একই সাথে তাদের কাছ থেকে একটা প্রত্যাশা ছিল এবং এখনো আছে যে তারা চরিত্রগুণে, নিষ্ঠায়, সততায় সমাজের অন্য যেকোন অংশ থেকে উন্নত হবেন, তাদের ছাত্রসহ সকলের জন্য আদর্শ হবেন।

আর এই মাপকাঠিতে যদি কেউ বিচারের পাত্র হবার ঝুঁকি নিতে না চান, তার পক্ষে শিক্ষকতায় আশাই ভুল। তিনি আমলা হতে পারেন, শিল্পপতি হতে পারেন, বিদেশী সাপ্লায়ারের এজেন্ট হতে পারেন, রাজনীতি করে এম.পি, মন্ত্রী সবই হতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকতা তার পক্ষে বর্জনীয়।

(পাঁচ)

উচ্চশিক্ষার সমস্যা, সংকট ও তার সমাধান সম্পর্কে টি.আই.বি-এর সাম্প্রতিক গোলটেবিল বৈঠকে যে আলোচনা শুরু হয়েছে আশাকরি তার সূত্র ধরে আরো ব্যাপক আলোচনা হবে এবং সেই বিষয়ে কার্যকরী সংস্কারের জন্য বাস্তব উদ্যোগের সূচনা হবে। ঘটনার যোগাযোগে বর্তমান সময়টা তার জন্য বিশেষ উপযোগী। জাতীয় জীবনে সর্ব ক্ষেত্রে, সর্ব স্তরে সুশাসন, দুর্নীতি দমন, জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জাতি ঐক্যবদ্ধ। শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও এই জাতীয় উদ্যোগ ও ঐক্যের বাস্তব প্রতিফলন হবে এই আমাদের আশা। এমন সুযোগ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পূর্বে আসেনি, ভবিষ্যতে আর আসবে কিনা অনিশ্চিত।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার উচ্চশিক্ষাসহ জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সব সংস্কার করে দিয়ে যাবে, এই দাবি অবাস্তব বাতুলতা। তবে তারা প্রয়োজনীয় সংস্কার শুরু করে দিয়ে তাতে এমন একটা গতিবেগ সঞ্চার করে দিয়ে যাবে, যা পরে উল্টিয়ে দেয়া যে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের জন্য অসাধ্য না হোক, অতি দুঃসাধ্য হবে।

(ছয়)

পরিশেষে সুধীজনের বিবেচনার জন্য সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করছি।

(১) দলীয় ভোটাভুটির ভিত্তিতে বা ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল প্রধানের একক সিদ্ধান্তে উপাচার্য নিয়োগের বর্তমান পদ্ধতির অবসান। পরিবর্তে এই নিয়োগের জন্য কিছু বিজ্ঞ ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তিগণ (যথা জাতীয় অধ্যাপকগণ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান, বাইরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত গবেষক, বিজ্ঞানী, প্রশাসক প্রমুখ) সমন্বয়ে Search Committee গঠন করা যেতে পারে। এই ব্যবস্থা পৃথিবীর বহু খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত। এই কমিটি একটি প্যানেল তৈরী করে চ্যান্সেলরের কাছে পেশ করবে এবং তার মধ্যে থেকে চ্যান্সেলর একজনকে নিয়োগ দিবেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ হবে তার কোন কার্যরত বা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এই পদের জন্য বিবেচনা করা হবে না। তবে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এই অযোগ্যতা থাকবে না।

(২) অনুষদের ডীন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য কমিটির চেয়ারম্যান পদে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের মধ্যে আবর্তনের ব্যবস্থা করা হবে।

(৩) অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, প্রাক্তন শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র ও সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিদের সিন্ডিকেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে।

(৪) শিক্ষকদের জন্য টেনিউর (Tenure) ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে যোগ্যতার বিচারের পর তাদের একটি অংশ স্থায়ী পদে যাবে।

(৫) শিক্ষকদের জন্য একটি আচরণ বিধি (Code of Conduct) প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। এটি শিক্ষকদের নিয়োগ চুক্তিনামা (Contract)-এর অংশ হবে। এই আচরণ বিধিতে কর্তব্যে অবহেলা (যথা: ক্লাশ না নেওয়া, খাতা না দেখে ফেলে রাখা ইত্যাদি। অসদাচরণ ও নীতি বহির্ভূত কর্মের জন্য অপসারণসহ সুনির্দিষ্ট প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।

(৬) কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার পদে সেই প্রতিষ্ঠানে কার্যরত কোন শিক্ষকের নিয়োগদান নিষিদ্ধ করতে হবে। এই পদের জন্য বাইরের কোন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও হিসাব বিশেষজ্ঞকে নিয়োগদানই বাঞ্ছনীয়।

(৭) অনুমোদিত বাজেট বহির্ভূত কোন ব্যয় এবং কোন উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত অর্থ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

(৮) মঞ্জুরি কমিশনের অনুমতি ব্যতিরেকে শিক্ষক বা অশিক্ষক কোন নতুন পদ সৃষ্টি, উন্নীতকরণ বন্ধ করতে হবে এবং কোন নতুন বিভাগ বা ইনস্টিউট খোলা চলবে না

(৯) শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তবে তা হবে নিরপেক্ষ মূল্যায়নের ভিত্তিতে।

(১০) যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকদের বেতন ও অন্য সুবিধাদি আকর্ষণীয় করার বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

[লেখক : কথাশিল্পী, সাবেক সচিব ও প্রথম তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা]